

THE LABRADOR FROM CINCINNATI

Everybody Laughed.
The Dog Didn't.



FERDINANDO FREGA

CINCINNATI-এর ল্যাব্রাডর

সবাই হেসেছিল। কুকুরটা হাসেনি।

The P&G Saga · 18

বরাবরই একটা সামাজিক নিয়ম আছে যা একই কথা বলে: মানুষ শেষকৃত্যে হাসে আর বিয়েতে কাঁদে। বেশিরভাগের কাছে এটা কোনো ভাবনার ভেতরে একটুকরো হাসি রেখে যেত; কিন্তু যারা ভাবত, যারা নিজেদের দলে ভারী মনে করত, তারা জোর দিয়ে বলত যে এটা সত্যি নয়।

এটা ছিল যেন পাঁচ মাস আগে গোটা দুনিয়াকে বলা যে মাসে মাত্র \$70 দিয়ে আমি পুরো ওয়েব বেয়ে উঠব, একেবারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিজেদের সার্চ-কোয়েরির চূড়া পর্যন্ত — না টাকা, না বিজ্ঞাপন, না SEO — আর বেশিরভাগ মানুষ খবরটাকে ঠাট্টা ভেবে হাসিমুখে নিত, শুধু তার ব্যঙ্গের দিকটাই ধরত। কেউ ভাবেনি এটা প্রমাণ হতে পারে, কিংবা ব্যঙ্গটা কেবল সেই মানুষের কাজের মধ্যেই বাস করত, যে কাজটা করে দেখিয়েছিল।

কিন্তু আজ ছিল একটা বিশেষ দিন: আমার বাবার জন্মদিন। ভোরবেলা, তাঁকে কিছু না জানিয়ে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর চিরকালের ঠিকানায়: কবরস্থানে।

সাক্ষাৎটা ছিল চোখের জল আর হাসির মিশেল, কিন্তু শেষে আমি তাঁকে আমার নিজের মতো করে উদ্‌যাপন করেছিলাম, এই গল্পের ভেতরে, তাঁকে চমকে দিতে — যে কাজটা আমি সবচেয়ে ভালো পারতাম, আর যেটা তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন।

বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী কাঁদছে। ভাবলাম সে-ও দিনটার আবেগে আমার সঙ্গী হয়েছে। তা নয়। সে আমাদের কুকুরের জন্য ভেঙে পড়েছিল, দশ বছরের একটা আমেরিকান ল্যাব্রাডর, এখন

বুড়ো হয়ে গেছে, যে তিন দিন ধরে খেতে চাইছিল না, আর সে কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না।

এমনকি কুকুরের ডাক্তারের আসাটাও — তাকে আমি কোনোদিন পশুচিকিৎসকের পদে তুলিনি — মানুষের চিকিৎসার সেই চেনা দুঃস্বপ্নে পরিণত হল: টাকা দিয়ে দেখানো, প্রেসক্রিপশন, ল্যাবের পরীক্ষা, আর সে তার ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বুদ্ধির তারিফ করছিলাম।

তাই আমি সমস্যাটার তদন্ত করলাম আর কারণটা পেয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী সেই কিবলের ব্র্যান্ড বদলে ফেলেছিল যা খেয়ে সে বড় হয়েছে: 10 কিলোর জ্যাকো ব্যাগ, ভিটামিনে ভরা আর সব জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া, এমন এক কোম্পানির তৈরি যাকে আমি খুব ভালো করে চিনতাম, সামান্য \$25 দামে।

আমার স্ত্রী এলিজাবেত্তা একটা নতুন ব্র্যান্ড চেষ্টা করেছিল যার দাম কম, ব্যাগের গায়ে একটা মেয়ে আমেরিকান ল্যাব্রাডর, আর সে ভেবেছিল এতে কুকুরটার মন জিতে নেবে। হয়নি। ওর চাই সেই ব্র্যান্ড, আর শুধু সেই ব্র্যান্ডই।

আমার স্ত্রী ভাবল আমি ওর সঙ্গে মজা করছি, কিন্তু যখন আমি নতুন কিবলের এক মুঠো নিয়ে পুরোনো ব্যাগে ঢাললাম, কুকুরটা খেতে শুরু করল — তারপর প্রথম গ্রাসের পরেই থেমে আমার দিকে তাকাল, যেন বলছে আমি কখনো ওকে বোকা বানাতে পারব না।

পুরো ব্যাপারটায় আমি পাগলের মতো হাসছিলাম, আমার স্ত্রী কাঁদছিল কারণ ভাবছিল কুকুরটা মরে যাচ্ছে, আর আমার মেয়ে, মাঝখানে আটকে, আমাদের বলছিল আমরা দুজনেই গাধা।

আমি কুকুরটার দড়ি ধরে হাঁটতে বেরোলাম, সোজা পোষা প্রাণীর খাবারের একটা দোকানের জানালা পর্যন্ত। সেখানে, একেবারে

সামনে সাজানো, ছিল ওর ব্র্যান্ড। ও কিছুই লুকোল না: লেজ নাড়তে নাড়তে, ঘেউ ঘেউ করে, আমাকে জানিয়ে দিল ওটাই ওর চাই।

আমি থেমে ওকে বোঝালাম যে আমরা টানাটানির সময় পার করছি, যে ব্র্যান্ডটাকে ও এত ভালোবাসে সেটা আমার এক আরোহণের লক্ষ্য ছিল, আর হয়তো একদিন আমি ওকে সেই ডিভিশনের ডিরেক্টর বানিয়ে দেব — কিন্তু আপাতত ওকে পরিস্থিতিটা মেনে নিতে হবে।

ও কুকুর ছিল, হ্যাঁ, আর এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হতে পারি। কিন্তু ওর একটা সুবিধা ছিল: ও ছিল আমেরিকান, আর সেটাই ওকে দুনিয়ার অন্য সব কুকুরের চেয়ে এগিয়ে রাখত।

আমরা বাড়ি ফিরলাম আর ও খেতে শুরু করল, আর আমার স্ত্রী, কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল, জানতে চাইল কী হয়েছে।

আমি স্ত্রীকে বললাম যে কুকুরটাকে আমি কথা দিয়েছি, ও Cincinnati-তে একটা বহুজাতিক কোম্পানির PET&FOOD ডিভিশন চালাবে, আর ও আমাকে বিশ্বাস করেছে — কারণ Frega নামের কেউ যখন কিছু বলে, তখন কান খাড়া করে রাখাই ভালো আর সবসময় ধরে নেওয়া উচিত যে সেটা সত্যি হতে পারে।

Ferdinando